বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন
Democracy and Election in Bangladesh

ইউনিট ৯

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা বলে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতির উপর গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলের সাথে যে বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সেটি হল নির্বাচন। অবাধ, নিরপেক্ষ ও নিয়মিত নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের সুফল কখনো সাধারণ মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌছায় না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের কোন বিকল্প নেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়েছে। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনপ্রবর্তন হয়। এরপর থেকে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ও নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১: গণতন্ত্র
পাঠ- ৯.২: রাজনৈতিক দল
পাঠ- ৯.৩: বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন
পাঠ- ৯.৪: নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পাঠ-৯.১ গণতন্ত্র
Democracy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গণতন্ত্র বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের গুনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণতন্ত্র, শাসন, আইনগত, প্রতিনিধি, অংশগ্রহণ, প্রাপ্তবয়স্ক, শাসন ব্যবস্থা, দেশপ্রেম।

আধুনিক যুগে বিশ্ববাসীর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিশ্বে অধিকাংশ দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। এ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে গণতন্ত্র সারা দুনিয়াতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসনকে বুঝায়। গণতন্ত্র বা Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratia' শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ এবং Kratia শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন বা ক্ষমতা।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর 'মডার্ণ ডেমোক্র্যাসি' গ্রন্থে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, 'গণতন্ত্র হল এমন এক ধরণের সরকার যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেণি বা শ্রেণি মানুষের হাতে না থেকে সমাজের নাগরিকদের হাতে থাকে'।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

গণতন্ত্র দুই প্রকার হতে পারে।

(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র : নাগরিকগণ সরাসরি শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করে থাকে।

(খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র : জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে ও মতামত প্রদান করে। পরোক্ষ গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়।

গণতন্ত্রের গুণাবলি

নিম্নলিখিত গুণাবলির জন্য গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বব্যস্থায় সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা।

(১) **জনমতের শাসন ব্যবস্থা :** গণতন্ত্র জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

(২) **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গুরুত্ব :** সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এ তিনটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে সকলেই সমান। সমঅধিকারের নীতিটি শুধু তত্ত্বগতভাবে নয় বাস্তবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সবাই নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে।

(৩) সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা : শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কেবল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই সম্ভব বলে গণতন্ত্র সমর্থকরা দাবি করেন।

(৪) দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

(৫) রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন : গণতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটে।

(৬) দেশপ্রেমের জাগরণ : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ নিজেদেরকে শাসনকার্যে সম্পৃক্ত রাখে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের অধিকারবোধ ও দেশপ্রেম জাগরিত হয়।

(৭) তুলনামূলকভাবে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা : জনগণের সমর্থন, সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বিধায় অন্য যেকোন শাসনব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব বেশি।

(৮) বিপ্লবের সম্ভাবনা কম : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকায় জনগণের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে পারে না। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শতার্বলি ও সীমাবদ্ধতা

গণতন্ত্রকে যথাযথভাবে সফল ও জনকল্যাণমূলক করতে হলে কতগুলো বিষয়ের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। এগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ছাড়া গণতন্ত্রকে কার্যকর করা যায় না। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তসমূহ নিচে আলোচনা করা হল-

(১) গণতান্ত্রিক পরিবেশ : গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই এ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

(২) সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল : গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমত। এ জনমত গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে রাজনৈতিক দল। তাই গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

(৩) শিক্ষা প্রসার ও সুনাগরিক : শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না। শিক্ষার প্রসারের ফলে সুনাগরিকের সৃষ্টি হয় যা গণতান্ত্রিক সফলতার জন্য অনস্বীকার্য।

(৪) সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব : সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃতের প্রয়োজন। তাই গণতান্ত্রিক সাফল্যের জন্য সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব অপরিহার্য।

(৫) আইনের শাসন : গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আইনের চোখে সবাই সমান এ নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৬) স্বাধীন বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রাধান্য : স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। কেবল বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেই বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(৭) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ : ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মাঝে সরকারের সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্রের সুবিধাগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্র জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। তবে গণতন্ত্রের সফলতা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। আবার গণতন্ত্রের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। গণতন্ত্রের সফলতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য যেমন সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতি প্রয়োজন, একইভাবে দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি এবং রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশেরও প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণতন্ত্র কত প্রকার?

(ক) এক (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) চার

২। গণতন্ত্রের গুণাবলি হল-

i. সর্বাধিক কল্যাণ সাধন

ii. জনমতের প্রাধান্য

iii. বিচ্ছিন্নতাবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৯.২ রাজনৈতিক দল
Political Party

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাজনৈতিক দল কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক দল, সরকার, জনসমষ্টি, সাংবিধানিক, নীতি-আদর্শ কর্মসূচি, নির্বাচনী ইশতেহার, সমালোচনা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেরই বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল বলতে এমন একদল জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং সুসংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরি করে সরকারি ক্ষমতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে।

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার তাঁর 'দ্য মডার্ণ স্টেট' গ্রন্থে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেন, ''যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে তৎপর হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ''রাজনৈতিক দল হল নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিত এক জনসমষ্টি।''

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১. রাজনৈতিক দল একটি সুসংগঠিত জনসমষ্টি।
২. রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতিমালা ও মতাদর্শের অধিকারী।
৩. রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা।
৪. নেতৃত্ব তৃণমূল পর্যায় হতে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
৫. রাজনৈতিক দল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং দলের সমর্থনে জনমত গঠনে চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও কার্যাবলি

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল নিম্নোক্ত ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে:

১. **নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন:** দেশের প্রধান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে দলীয় ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা এবং কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা রাজনৈতিক দলের মুখ্য কাজ। সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলই নিজ নিজ কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে তৎপর থাকে।

২. **জনমত গঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি :** গণতন্ত্র জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের

নেতৃবৃন্দ দলের কর্মসূচি ও দেশের সার্বিক অবস্থা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এর ফলে কোনো বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হয় এবং জনসাধারণের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হয়।

৩. **সংযোগ স্থাপনকারী:** রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগনের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের কার্যনীতি জনগনের কাছে পৌঁছে দেয় এবং জনগনের আশা-প্রত্যাশা সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।

৪. **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দল জনগনের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, সরকার গঠন ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি অবশ্যই শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক হতে হবে ।

৫. **সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ :** দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের বাইরের রাজনৈতিক দল বা দলসমূহ সরকারকে জনকল্যাণ বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

৬. **বিকল্প সরকার ও ছায়া মন্ত্রিসভা :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকার গঠন করে এবং ছায়া মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করে। কার্যকর বিরোধী দল গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দল হল রাজা বা রাণীর 'বিকল্প সরকার'।

৭. **নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যম :** যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলের কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দল তাদের বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র সুসংহতকরণে এটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করা। জনগণের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করা এবং কোন বিষযের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের কাজ। জনগণের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বিকল্প সরকার ও ছায়া মন্ত্রিসভা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল তাদের কার্যাবলির মাধ্যমে সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজনৈতিক দল-

i. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি

ii. নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শবিশিষ্ট

iii. ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

২। রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) স্বৈরতন্ত্র (খ) সামরিক শাসন

(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন
Democracy and Election in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংসদীয় গণতন্ত্র, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, সর্বজনীন ভোটাধিকার।

গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গণতন্ত্র হচ্ছে জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত যাচাই করার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হচ্ছে নির্বাচন। একটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সফলতা ও ব্যর্থতার উপর গণতন্ত্রের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার সুষ্ঠু ও নিরপক্ষে নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির একটি হল গণতন্ত্র, যা সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিচে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন	সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আসন	দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত আসন ও দল
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩	আওয়ামী লীগ (২৯৩)	স্বতন্ত্র (০৫)
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (২০৭)	আওয়ামী লীগ-(মালেক) (৩৯)
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬	জাতীয় পার্টি (১৫৩)	আওয়ামী লীগ (৭৬)
চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮	জাতীয় পার্টি (২৫১)	সম্মিলিত বিরোধী দল (১৯)
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১৪০)	আওয়ামী লীগ (৮৮)
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬	আওয়ামী লীগ (১৪৬)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১১৬)
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১৯৩)	আওয়ামী লীগ (৬২)
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮	আওয়ামী লীগ (২৩০)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (৩০)
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪	আওয়ামী লীগ (২৩৪)	জাতীয় পার্টি (৩৪)

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

নিয়মিত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। ১৯৭২ সালে শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী প্রায় ১৫ বছর সামরিক শাসনের নিস্পেষণে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং সর্বশেষ জেনারেল এইচ এম এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন এবং বিভিন্ন পন্থায় বৈধতার সঙ্কট উত্তরণে চেষ্টা করেন। এসব চেষ্টার মধ্যে অন্যতম ছিল নামেমাত্র সাধারণ নির্বাচন ও সংবিধানের সংশোধনী। সামরিক আমলে স্বল্প ভোটার সহিংসতা, ভোট জালিয়াতি সাধারণ অনুশীলনে পরিণত হয়। স্বৈরাচার বিরোধী তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান হয়। ১৯৯১

সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনের পুন:সূচনা হয়। তারপর থেকে সংবিধান অনুযায়ী নিয়মিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে এর মধ্যে ১৯৯৬'র মধ্য ফেব্রুয়ারি, ২০০১ এবং ২০১৪ সালের নির্বাচন পূর্ব এবং পরবর্তী সহিংসতা উল্লেখ করার মত একটি বিষয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন অবধি অবিকশিত থাকার কারণেই এ ধরণের সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাস আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের ভোটদানের সমানাধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দল ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কারণে বাংলাদেশ এখন অবধি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়মিত অনুশীলন হয়ে ওঠেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনমত যাচাইয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল-

(ক) লটারি (খ) বল প্রয়োগ

(গ) নির্বাচন (ঘ) কোনটি নয়

২। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত সরকার গঠন করেছে-

i. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ii. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

iii. মুসলিম লীগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

পাঠ-৯.৪ নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Structure, Power and Functions of Election Commission

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচন কমিশনার, সংবিধান, বিধান, শর্ত, কমিশন সচিবালয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইননুযায়ী পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন আছে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও অন্য নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নির্বাচন কমিশনের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুসারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশন সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদেরকে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগ দান করবেন। সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কাজের শর্তাবলী রাষ্ট্র প্রধানের আদেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের মেয়াদকাল

নির্বাচন কমিশন ৫ বছরের জন্য গঠিত হয়। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্র প্রধানের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র পেশ করে পদত্যাগ করতে পারবেন। আবার গুরুতর অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে একজন কমিশনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তবে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোন নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না।

কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। একজন সচিব ও অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গঠিত হয়। তাছাড়া সমগ্র দেশের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব দপ্তর ও জনবল রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনানুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে।

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। এটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

২. জাতীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন করা নির্বাচন কমিশনের গুরু দায়িত্ব। বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আইনানুযায়ী যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রত্যেক সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে হয়। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ প্রদান করা নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা।
৪. বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রত্র গ্রহণ ও যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কাজ করা।
৫. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও সরকারি গেজেট আকারে তা প্রকাশ করা ।
৬. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও গেজেট প্রকাশ করা। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচনী ইস্যুতে সংলাপ করাও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।
৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

মোটের উপর সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতা হস্তান্তরে নির্বাচন কমিশন যেকোন আইনানুগ ও যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দাপ্তরিক কাঠামো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। পাঁচজন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। দেশের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় কার্যাবলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনানুযায়ী সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সময়ানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম কী?

(ক) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (খ) নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ
(গ) নির্বাচন কর্তৃপক্ষ (ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। নির্বাচন কমিশনের কাজ

i. নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ
ii. ভোটার তালিকা প্রণয়ন
iii. স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'ক' রাষ্ট্রটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় ঘন ঘন সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। কালক্রমে জনগণ সচেতন হয় এবং রাষ্ট্র গঠনও মোটামুটি এগিয়ে যায়। প্রায় ২০ বছর দেখা গেল অনেকগুলো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচি ও দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই নির্বাচনী সংস্থা নিয়মিতভাবে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ ও অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সে প্রেক্ষিতে একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রে একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং জনগণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশ করতে পারে।

(ক) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

(খ) গণতন্ত্র কাকে বলে? ২

(গ) উদ্দীপক গণতন্ত্রহীন একটি রাষ্ট্রের অবস্থা কেমন হয়? ৩

(ঘ) উদ্দীপকের ভাষ্য মতে গণতন্ত্রের সুবিধা আলোচনা করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সম্প্রতি 'আমদি' নামক রাষ্ট্রে জনগণ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ করে। সে প্রেক্ষিতে আলোচনার বিত্তিতে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচনী সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থা ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণসহ যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। নির্দিষ্ট সময় পর সংস্থাটি জাতীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আয়োজন করে। সে জন্য সংস্থাটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সংস্থাটি একটি আদর্শ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালা বদল হয়।

(ক) ভোট কী? ১

(খ) জাতীয় সংসদের গঠন কেমন? ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি কী কী কাজ করে? ৩

(ঘ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৪ ঃ ১। খ ২। ঘ